কুষ্টিয়ায় এক বৃদ্ধকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় আতিয়ার খাঁ (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের জোতপাড়া গ্রামের একটি ফসলি খেতে রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা।

নিহত আতিয়ার খাঁ উজানগ্রাম ইউনিয়নের শ্যামপুর দুর্বাচার গ্রামের ঝড়ু খাঁর ছেলে।

কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান ঝন্টু বলেন, ‘ ‘সকালে মাঠের ভেতর আতিয়ারের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। তবে কে বা কারা তাকে মেরেছে, জানা যায়নি।’’

কুষ্টিয়া মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম বলেন, ‘‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে।’’

হাট-বাজারে ফল বিক্রি করা বাহার আলীর বাহারী কুলবাগান

হাটে বাজারে ফল বিক্রি করতে বাহার আলী। কিন্ত মনের কোনে স্বপ্ন জাগে নিজের একটা ফলের বাগান হোক। সেই ভাবনায় বিভোর থাকার একপর্যায়ে অনেকের পরামর্শে দেড় বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু গড়ে তোলেন পেয়ারা এবং কুলের বাগান।

আট মাসের ব্যবধানে কুলবাগানে গাছের ডালে ঝুলছে থোকায় থোকায় বরই। সবুজ পাতা ভেদ করে ভারত সুন্দরী কুলগুলো যেন দেখে মনে হয় লাল টকটকে আপেল। সবুজ ও হালকা হলুদের ওপর লাল এ জাতের কুল খেতে

খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু।

বাহার আলী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে।

বুধবার সজেমিনে তার বাগানে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি কুল গাছ প্রায় ৩ থেকে ৪ ফুট লম্বা। প্রতিটি কুল গাছের থোকায় থোকায় ঝুলছে লাল সবুজ রঙের কুল বরই। ফলের ভারে মাটিতে নুয়ে পড়েছে প্রতিটি গাছের ডাল। সেই সব ডাল গুলো আবার বাঁশ দিয়ে ঠেকনা দেওয়া হয়েছে। পোকা ও পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষায় বাগানের চারপাশে মশারি জালের বেড়া দেওয়া হয়েছে।

বাগানের বল সুন্দরী ও আপেল কুলের উপরের অংশে হালকা সিঁদুর রং রয়েছে। ফলটি আকারে বড় হওয়ায় ঠিক আপেলের মতোই। খেতেও খুব সুস্বাদু। ভালো ফলন ও দাম পাওয়ায় বাহার আলীর৮ মুখে হাসির ঝিলিক।

উপজেলার আদর্শ কৃষক বাহার আলী কৃষি বিভাগের উদ্ভাবন করা নতুন জাতের কুল ভারত সুন্দরী চাষ করে এলাকার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই জাতের বাগান করে লাভের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

দিন দিন আধুনিক কৃষি বিস্তার লাভ করায় এ অঞ্চলে ফলজ বাগানের সংখ্যা বাড়ছেই। প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক তার বাগানে এসে বরই কিনে নিয়ে যান। পাশাপাশি এ বাগান করতে আগ্রহ প্রকাশ করা বেকার যুবকদের উৎসাহ প্রদান ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন তিনি।

বাহার আলী বলেন, আমি নিজে হাটে বাজারে ফল বিক্রি করি। যখন অন্য বাগানে গিয়ে ফল কিনে আনতাম আর ভাবতাম যদি একটা ফলের বাগান গড়ে তুলতাম। এভাবে অন্যের ফলের বাগান দেখে আকৃষ্ট হই। এর কয়েখ বছর পর গত বছর পাশের গ্রামে দেড় বিঘা জমি লিজ নেই। এবং সেখানে পেয়ারা ও কুল বাগান গড়ে তুলি।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা থেকে ভারত বল সুন্দরী কুলের চারা এনে রোপণ করি। দিশা সমন্বিত কৃষি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় বাগান করতে নানা ধরনের সহযোগিতা করেছে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, ‘বাগানে প্রায় তিনশত গাছ রয়েছে। বাগান করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় লাখ টাকা। বাগান তৈরির শুরু থেকে আমি নিজে শ্রমিকদের নিয়ে বাগান পরিচর্যার কাজ করে যাচ্ছি। গাছের যত্ন নেওয়া এবং সঠিক সময় জৈব ও গোবর সারসহ কিছু রাসায়নিক সারও গাছের গোড়ায় দূরত্ব

বজায় রেখে দেওয়া হয়েছে।

গাছে যাতে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বালাই আক্রান্ত করতে না পারে এ জন্য কৃষি বিভাগের পরামর্শে জীবানুমুক্ত ট্যাবলেট প্রত্যেক গাছ থেকে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি দিয়ে পুতে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, প্রথমবারের মতো বাগান থেকে বরই সংগ্রহ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে প্রায় লাখ টাকার বিক্রি হয়েছে। এখনো প্রায় দেড় লাখ টাকার বিক্রি হবে বলে আশা করছি। এতে করে আমার সব খরচ বাদ দিয়ে নীট এক থেকে দেড় লাখ টাকা লাভ থাকবে।

বাগান পরিচর্যাসহ কুল তোলায় ব্যস্ত শ্রমিক মালিক ও ফড়িয়ারা। বাগান থেকে বরই কিনতে এসেছিলেন বাদশা আলী। তিনি শহরের মজমপুরে বরই বিক্রি করেন। এই বাগান থেকে আশি টাকা কেজি হিসেবে দেড় মণ বরই কেনেন কয়েখদিন পারপর৷ এই বাগানের বরই বেশ সুস্বাদু বলেও জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, জমিতে এবারে বিভিন্ন জাতের কুলের বাগান রয়েছে। বাগানগুলো সঠিক পরিচর্যার জন্য কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ৪০ টি বরই বাগান আছে। বাহার আলী আমাদের পরামর্শ নিয়ে উন্নত জাতের ভারত সুন্দরী বরই বাগান করেছেন। বাগানে প্রচুর পরিমাণে কুল ধরেছে। বাগানটি দেখে অনেকেই বাগান তৈরির জন্য আমাদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন। আশাকরি বাগান মালিক কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন।

দিশা সংস্থার কৃষি অফিসার এনামুল হক জানান, রৌদ্রোজ্জ্বল, উচুঁ জমিতে কুল বাগান ভালো হয়। যে বাগানে যত বেশি রোদের আলো লাগবে সেই জমির কুল বেশি মিষ্টি হবে। ৫-৬ হাত দূরত্বে গাছের চারা রোপণ করতে হয়। তুলানামূলক রোগ-বালাইও কম।

দিশা’র সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান, বলেন, আমরা পিকেএসএফের সহযোগিতায় তামাক চাষ কমাতে ফলজ বাগান গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দিশা সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ফল বাগান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অনেক তরুণ উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছে। তাদের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প’র প্রকল্প পরিচালক রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার দ্বারাই একটি

কুল গাছ বা কুল বাগান থেকে আশানুরূপ ভালো গুণগত মানসম্পন্ন ও অধিক ফলন আশা করা যায়। কুল বাগানে প্রথম ৪-৫ বছর শীতকালীন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসল চাষ করে তা থেকে আলাদা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুফি মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অনেক উন্নত জাতের সুস্বাদু কুল চাষ হচ্ছে এ জেলায়। কুল বাগান করে লাভবান হওয়ায় আগের থেকে কুলের বাগানের সংখ্যাও বাড়ছে।’

গাংনীতে ১৪ কেজি গাঁজাসহ বৃদ্ধ আটক

১৪ কেজি গাঁজাসহ আজিবুর রহমান (৬৫) নামের এক পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটক আজিবুর রহমান গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাথুলি গ্রামের মৃত নিচিন শেখের ছেলে।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি’র ধলা বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৪/২ এস এর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ধলার বিল নামক স্থান থেকে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তাকে আটক করেন।

হাবিলদার মোহাম্মদ আলী জানান, গতরাত ১২ টার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৪/২ এস এর নিকট মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবির টহল টিম অবস্থান করছিলো।

চারজন মাদক পাচারকারি গাঁজার প্যাকেট নিয়ে কাঁটাতারের সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকছিলেন। এসময় বিজিবি’র টহল টিম তাঁদের ধাওয়া দিলে গাঁজার প্যাকেট ফেলে তিনজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও আজিবুর রহমানকে আটক করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া থানার দাবীতে সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া থানার দাবিতে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় কুষ্টিয়া খুলনা মহাসড়কের বিত্তিপাড়া এলাকায় সড়কে টায়ার জালিয়ে ও গাছের গুড়ি ফেলে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন ঝাউদিয়া ও আশপাশের ৬ ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ।

তারা দ্রুত থানা উদ্বোধনের দাবিতে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। এতে সড়কের দুই পাশে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়ে সড়কে চলা যাত্রীরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া থানা উদ্বোধনের দাবিতে চলা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ উপস্থিত হয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানান ঝাউদিয়াা থানা বাস্তবায়ন কমিটির নেতারা। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয় কুষ্টিয়া-খুলনা জাতীয় মহাসড়কে।

ঝাউদিয়া থানা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব মো. হায়াত আলী বলেন, পুলিশ সুপার ১০ তারিখে মিটিংয়ে ডেকেছেন থানা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য। তারা থানা স্থাপনের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। এরই পেক্ষিতে আমরা আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করলাম।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, ঝাউদিয়া থানা উদ্বোধনের দাবীতে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বৃত্তিপাড়া বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা। আমরা ঘটনাস্থলে এসে থানা বাস্তবায়ন কমিটির নেতাদের সাথে কথা বলে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করে

নেয় আন্দোলনকারীরা।

কুষ্টিয়ায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বলেছেন, ভালো মানুষ এবং সুনাগরিক হতে হলে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

মঙ্গলবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় আয়োজিত তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা যেমন রাখে, তেমনি শিশুদের শরীর ও মনকে সতেজ রাখে।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) শামীমা আখতার জাহানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো: মিজানুর রহমান ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুন্সী কামরুজ্জামান।

এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দলীয় সঙ্গীত এবং মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও যেমন খুশি তেমন সাজো অনুষ্ঠানে ২০২৪’র জুলাই অভ্যুত্থানের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়।

ক্রীড়া পরিচালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম, সাইদুল ইসলাম। প্রতিযোগিদের বিস্কুট দৌড়, দৌড়, পোষাক পরিধান দৌড়, চামুচ মুখে দৌড়, মোরগ লড়াই, লাফদড়ি খেলা, এক পায়ে দৌড়, গোলক নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, হ্যানৃড বল, ব্যাডমিন্টন বালিশ বদলসহ মোট ৭০টি ইভেন্টে ৭০০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন রং বেরঙ্গের বেলুন ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়।

কুষ্টিয়ায় রাজমিস্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় মিরপুরে মঈনউদ্দিন প্রমানিক (৩৬) নামে এক রাজমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যার পর মরদেহ তামাক খেতে ফেলে রেখেছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার ধলসা গ্রামের মাঠের একটি তামাক ক্ষেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মঈনউদ্দিন প্রমানিক ওই গ্রামের মৃত মাজেদ প্রমানিকের ছেলে।

নিহতের ছোট বোন মিলি আক্তার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী রাসেলের সঙ্গে তার মঈনউদ্দিন প্রমানিকের বিরোধ চলছিলো। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে রাসেল তার ভাইয়ের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে। গেল রাত ৯টার দিকে রাসেল তার ভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। সকালে এলাকার কয়েকজন মানুষ মাঠে কাজ করতে গিয়ে মঈনউদ্দিন প্রমানিকের মরদেহ দেখতে পায়। তাকে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে মনে হচ্ছে। এই ঘটনার বিচার চান তারা।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম জানান, স্থানীয়দের দেওয়া খবরে সকালের দিকে একটি কলাবাগান থেকে মঈনউদ্দিন প্রমানিকের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহের শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে মঈনুদ্দিনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। জড়িতদের ধরতে কাজ শুরু করেছেন তারা। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ বলেন, মইন উদ্দিনের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কারা কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ারের ‘মানব-পুতুল’ নাচ

সত্যিকারের পুতুলনাচ যখন বিলুপ্তির পথে, তখন কুষ্টিয়ায় একটি স্কুলের একঝাঁক শিশু শিক্ষার্থী ‘মানব-পুতুল’ সেজে নাচ পরিবেশন করে বেশ তাক লাগিয়ে দেয়।

গতকাল শনিবার শহরের হাউজিং এফ ব্লকে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লেতে অংশ নেয় তারা।

এসময় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা ‘মানব-পুতুল’ সেজে ‘এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া এত যত্মে গড়াইয়াছে সাঁই’ গানের সঙ্গে নাচ প্রদর্শন করে।

এর আগে, সকালে বধূ সাজে মাঠে নামে একদল মানব-পুতুল। সংখ্যায় তারা ২৭ জন। জানা যায়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পুতুল সেজে নাচবে তারা। তাদের নাচ দেখতে আগে থেকেই হাজারো দর্শকের উপস্থিতি ছিল।

ডিসপ্লে চলাকালে দর্শকদের মধ্যেও ছিল বেশ উচ্ছ্বাস। মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে মানব-পুতুলদের স্বাগত জানান তারা। পুতুল নাচের ব্যতিক্রমী এই ডিসপ্লে জেলাজুড়ে বেশ আলোচনার জন্ম দেয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক রাসেল জানান, এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে মোট ২৮ টি ক্লাব আছে। এই ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় বাস্তবিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। আজকের আয়োজনে আমাদের আড়াই হাজার শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ১০৬ টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে মানব পুতুল নাচের আয়োজনে উপস্থিত অতিথি, দর্শক, অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মুগ্ধ। এই নাচের নেপথ্য কারিগর হলেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কালচারাল ক্লাবের প্রশিক্ষক মিস জান্নাতুল ফেরদৌস শিমুল।

কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মো: নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি পুতুলনাচকে নবরূপ দিয়ে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা ছিলো। যেটি দারুণ আাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মিস জান্নাতুল ফেরদৌস শিমুল বলেন, আজকের মানব-পুতুলের কোরিওগ্রাফি করতে অনুপ্রাণিত করেছে আমাদের এই কুষ্টিয়ার এক সময়ের ঐতিহ্য পুতুল নাচ। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই নিজের কর্মস্থল এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের একদল শিক্ষার্থীকে তালিম দিয়ে পারদর্শী করে তুলেন তিনি। সুতা দিয়ে সত্যিকারের পুতুলকে মঞ্চে যেভাবে নাচানো হতো, এর আদলেই মানব-পুতুল শিশুদের হাতে সুতা বেঁধে নাচ প্রদর্শন করান তিনি।

নাচে নেতৃত্ব দেওয়া দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নুসরাতের ভাষ্য, ‘ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ আমি কখনো দেখিনি। স্যার আমাদের তৈরি করেছেন। এই নাচে অংশ নিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে।’

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রুটে ছাত্রদের বাসভাড়া অর্ধেক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে সপ্তাহে পাঁচ দিন শিক্ষার্থীদের জন্য বাসভাড়া অর্ধেক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহন মালিকদের তিনটি সংগঠন।

মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস সমিতি কর্তৃক পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আজ হস্পতিবার সকাল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেহেরপুর জেলার মধ্যে চলাচলরত সব লোকাল বাসে সকাল ৭টা-সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক ভাড়ায় চলাচল করতে পারবেন। তবে এ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে অথবা বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম থাকতে হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সড়ক সম্পাদক মো: খলিলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: নুরুল ইসলাম (বাবলু) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা কমিটির আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচীব মো: মুজাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষর করেন।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৪ নভেম্বর মেহেরপুর পরিবহন সংশ্লিষ্ট তিনটি সংগঠনের নেতাদের যৌথ সভা হয়। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে গত মঙ্গলবার বাস মিনিবাস কোচ মালিক সমিতির নেতাদের চূড়ান্ত সভায় অর্ধেক ভাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখন থেকে মেহেরপুর থেকে গাংনীর ভাড়া ৩১ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে বামন্দীর ভাড়া ৪৯ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে খলিশাকুন্ডি ঘাট ৬৫ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে আমলার ভাড়া ৭৬ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা, মেহেরপুর থেকে মিরপুর পর্যন্ত ৯৮ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা ও মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১২৮ টাকার পরিবর্তে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডে মেহেরপুর থেকে আমঝুপি পর্যন্ত ১৪ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা, মেহেরপুর থেকে বারাদী পর্যন্ত ২৭ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে গোকুলখালি পর্যন্ত ৪১ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা ও মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত ৬১ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে।

মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সড়ক সম্পাদক মো: খলিলুর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখা কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলার মধ্যে এই সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব মুজাহিদুর রহমান জানান, আগস্ট মাস থেকে এই দাবি তোলা হয়েছিল। অবশেষে কার্যকর হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শর্তগুলো মেনে যাতায়াত করেন, সে ব্যাপারে সবার সহযোগিতা চান তিনি।

কুষ্টিয়ায় চালের বাজার মনিটরিংয়ে ডিসি

কুষ্টিয়ায় চালের বাজারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অতিরিক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং করেছেন জেলার টাস্কফোর্স কমিটি।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের নেতৃত্বে শহরের বড়বাজারে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চালসহ বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের দাম যাচাই, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় মূল্য তালিকা, ক্রয় রশীদ ও মুনাফার হার তদারকি করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা কামনা করে জেলা প্রশাসক বলেন, অতি মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা চালের বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য নিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ সময় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পার্থপ্রতীম শীল, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আল্ ওয়াজিউর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও বৈষম্যরিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় প্লাইউড বোর্ড

কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

কুষ্টিয়ায় এমএন্ডবি প্লাইউড ইন্ড্রাস্টিজ নামের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শহরের কালিশংকরপুর এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের পাশে অবস্থিত কারখানায় আগুন লাগে। কারখানাটিতে কাঠ দিয়ে প্লাইউড বোর্ড তৈরি করা হতো।

কারখানার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জানান, বৃহস্পতিবার সাড়ে ১২টার দিকে প্রেস মেশিন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানার নিচতলায় ও দ্বিতীয় তলায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেনি তারা। তবে এতে কেউ আহত হননি।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক জানে আলম বলেন, প্লাইউড বোর্ড তৈরির কারখানায় আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কারখানার প্রেস মেশিন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। প্রেস মেশিনের তেল জ্যাম হয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে, তবে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কেউ হতাহত হয়নি।